তারিখ: 27 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

যুগান্তর

মন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত

শিক্ষার্থীরা বিপাকে

■ রাফসান জানি

আজিমপুর থেকে মিরপুরগামী নিউ ঢাকা লিংক কোম্পানির একটি বাসে উঠেছেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রী লাবিবা রহমান। যাবেন মিরপুর। বাসটি নিউমার্কেট এলাকায় আসার পরই বাসের কন্ডাক্টর ওই ছাত্রীর কাছে ভাড়া চাইলেন। ভাড়া দিলেন দশ টাকা। কিন্তু কন্ডাক্টর দশ টাকা ভাড়া নেবেন না। তাকে সাধারণ যাত্রীদের ভাড়ার মতোই ২০ টাকা দিতে হবে, নইলে বাস থেকে নেমে যেতে হবে। তখনই ঢাকা কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী। লাবিবা ও কন্ডাক্টরের বাকবিতণ্ডা শুনে এগিয়ে এলেন ঢাকা কলেজের একজন ছাত্র। তিনি হেলপারকে বলেন, যোগাযোগমন্ত্রী তো বলছে সব বাসে ছাত্রদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নিতে হবে। তাহলে আপনারা কেন নেবেন না? তখন প্রতি-উত্তরে কন্ডাক্টর বলেন, মন্ত্রী কইলেই হইবো। এই বাসে কোনো হাফ পাস নাই। এ নিয়ে বাসে থাকা কয়েকজন শিক্ষার্থী ও কন্ডাক্টরের মধ্যে শুরু হয় তর্কযুদ্ধ।

চিত্রটি শুধু একটি বাসের নয়। ঢাকা নগরীতে চলাচলকারী অধিকাংশ সিটিং ও লোকাল বাসে মন্ত্রীর ঘোষণা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিনিয়তই বাসের কন্ডাক্টরদের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

চলতি মাসের ১৯ তারিখ রাজধানীর বিআরটিসি কার্যালয়ে ডিপো ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৈঠকে সব বাসে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার নির্দেশ দেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বৈঠকে বলেন, 'সরকারি পরিবহন বিআরটিসিসহ অন্যান্য বাসে শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়া দিবে। তাদের কাছ থেকে বাসগুলো হাফ ভাড়া না নিলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করবেন। ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বাসে নিয়মিত চলাচলকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করেই বাস মালিকরা তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে। বাস মালিকদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকায় তারা অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন বলে জানান ড্রাইভার-কন্ডাক্টররা।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরও বিভিন্ন রোডের বাসে 'হাফ পাস নাই' লেখা স্টিকার দেখা গেছে। তারা অনেকটা ঘোষণা দিয়েই হাফ ভাড়া নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ঢাকা কলেজের ছাত্র সোহাগ হোসেন।

মন্ত্রী ভুল বলেছেন এমনটি দাবি মিরপুর লিংক লিমিটেড বাসের টিকিট চেকার মাহবুবের। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী প্রথমে ভুল করে সব বাসের কথা বলছেন। পরে শুধু সরকারি বিআরটিসি বাসে ছাত্রদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আমাদের সিটিং সার্ভিসের জন্য নয়। এখানে পুরা ভাড়াই দিতে হবে।'

হাফ ভাড়া নেয়ার কোনো সিস্টেম নেই বলে জানিয়েছেন, কলাবাগান থেকে তাঁতীবাজারগামী মেঘলা ট্রান্সপোর্টের টিকিট বিক্রেতা দিপু। তিনি বলেন, যেখানে যত ভাড়া সবাইকে সেই ভাড়াই দিতে হবে। ছাত্রদের জন্য আমাদের

কোম্পানিতে কোনো ছাড় নাই।

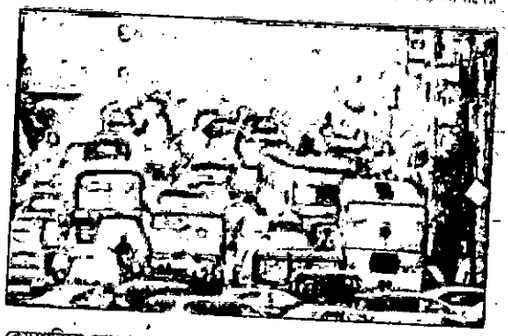

একই চিত্র প্রায় সব রুটে। পল্লবী-টিকেশ্বরী নিউ ঢাকা লিঃ, বিকল্প সিটি সুপার, সেফটি, মোহাম্মদপুর-মতিঝিল এটিসিএল, মোহাম্মদপুর-আরামবাগ মৈত্রী, মোহাম্মদপুর-বনশ্রী তরঙ্গ প্লাসসহ অধিকাংশ বাসেই শিক্ষার্থীদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া। গাজীপুর থেকে আজিমপুর চলাচল করে ভিআইপি ২৭। এই কোম্পানির একটি গেইটলক ও আরেকটি লোকাল সার্ভিস। গেইটলক সার্ভিসটি অল্প কিছুদিন ধরে চালু হয়েছে। এই সার্ভিসটি নিয়েও যাত্রীদের রয়েছে নানা অভিযোগ।

উত্তরা থেকে সাইন্সল্যাব যাতায়াত করেন সিটি কলেজের ছাত্রী তাবাসসুম বিনতে ওয়াহাব। তিনি বলেন, ভিআইপির কোনো সার্ভিসেই হাফ পাস নেই। আর গেইটলক ২৭ নাম্বার কলেজের সামনে থামায় না ফলে প্রতিদিনই প্রচুর ভিড় ঠেলে লোকাল ২৭-এ উঠতে হয়। তারাও হাফ ভাড়া নিতে চায় না। ■